সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০৪
WEEKLY BOOKLET:404

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ৮৫টি মাদানী ফুল (পর্ব-৪)

জেদের চিকিৎসা ০৫
সারা দুনিয়ার রাজত্বকারী ৪ জন বাদশাহ ০৫
ইবরাহীম عليه السلام এর বাবার নাম ০৯
আইন ও কুদরতের মধ্য পার্থক্য ১৫



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীরে নূরুল ইরফান"

থেকে ৮৫টি মাদানী ফুল (পর্ব-৪)

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে কেউ এই **"তাফসীরে নূরুল ইরফান" থেকে ৮৫টি মাদানী ফুল (পর্ব-৪)** পুস্তিকাটি পড়বে বা শুনবে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও এবং তার পিতামাতাসহ তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, বিবি আমেনার নয়নমণি, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আমিও তাঁর পিছু নিলাম। তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সিজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমার আশঙ্কা হলো আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র রূহ কবয করে নিলেন কিনা। সুতরাং আমি নিকটে গিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলাম। যখন তিনি পবিত্র মস্তক উত্তোলন করলেন, তখন ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: "হে আব্দুর রহমান! কী হয়েছে?" আমি আমার আশঙ্কা প্রকাশ করলাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "জিবরাঈল আমীন আমাকে বলেছে: আপনি কি এতে খুশি নন যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যে আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার উপর রহমত অবতীর্ণ করব এবং যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করব।" **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪০৬/১, হাদীস: ১১৬৬২)**

যামানে ওয়ালে সাতায়ে, দরূদে পাক পড়ো
জাঁহা হে গম জু রুলায়ে, দরুদে পাক পড়ো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা থেকে গুজরাট যাওয়ার নির্দেশ

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাতবার হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারতে ধন্য হয়েছেন। একবার হজ্জের পর দীর্ঘ সময় ধরে মদীনা মুনাওয়ারার মনোরম ও নূরানী পরিবেশে নিজের জীবনের সুন্দর দিনগুলো অতিবাহিত করেন। অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল যে, আহ! এমন কোনো অবস্থা যদি হতো যে, চিরদিনের জন্য এই পবিত্র ভূমিতে থাকা নসীব হতো। মসজিদে নববী শরীফের নিকটে বসবাসকারী এক ব্যক্তির স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হলো এবং এই নির্দেশ পেলো: "আহমদ ইয়ার খানকে বলো যে, সে যেন গুজরাট যায় এবং তাফসীরের কাজ করে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই বার্তা পেলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বলতে লাগলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে এই

www.dawateislami.net

নির্দেশ এসেছে যে, গুজরাট যাও! সুতরাং এখন গুজরাটই আমার জন্য মদীনা। (হায়াতে সালিক, পৃষ্ঠা ১২৭)

মদীনে কা কুছ কাম করনা হে সৈয়্যদ
মদীনে সে মে ইস লিয়ে জা'রাহা হোঁ

সত্যিকার আশিক মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হাকীমুল উম্মত, সত্যিকার আশিকে রাসূল, আলিমে বাআমল, সূফীয়ে বা'সাফা, মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম মুবারকের সাথে কোন আশিকে রাসূল পরিচিত নয়? আল্লাহ পাক সারা বিশ্বে মুফতী সাহেবকে এবং তাঁর কিতাব ও তাফসীরসমূহকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। আর গ্রহণযোগ্যতা কেনই বা হবে না, কারণ তাফসীর লেখার নির্দেশ তো তিনি প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকেই পেয়েছেন। মুফতী সাহেবের দুটি প্রসিদ্ধ তাফসীর হলো: (১) তাফসীরে নূরুল ইরফান (২) তাফসীরে নঈমী (এটি মুফতী সাহেবের সম্পূর্ণ তাফসীর নয়, ১১ পারা তাফসীর লেখার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করেন।)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সময়ের একজন অনেক বড় আলিম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর লেখা ও রচনাবলী পড়লে মনে হয় যেন প্রতিটি লাইন থেকে ইশকে রাসূলের ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। কুরআনের তাফসীর হোক বা হাদীসের ব্যাখ্যা, মুফতী সাহেব শানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণনা করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না।

www.dawateislami.net

যৌক্তিক দলীল দ্বারা প্রভাবিত হওয়া লোকদেরকে যুক্তি দ্বারা এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে উদ্ধৃতিমূলক (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস থেকে) উদাহরণ দিয়েছেন যে, যদি বান্দা অভিযোগের চশমা না পরে, তাহলে সে মুগ্ধ হয়ে যাবে। এই পুস্তিকাটি তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর "নূরুল ইরফান" এর সুন্দর পয়েন্ট সম্বলিত। আল্লাহ পাক মুফতী সাহেবের মাযারে রহমত ও নূরের বৃষ্টি বর্ষণ করো এবং আমাদেরকে তাঁর ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"সূরা কাহাফ" থেকে অর্জিত ৯টি সুন্দর বিষয়

(১) সূফীদের পরিভাষায় নেক আমল হলো তা, যা আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। সুতরাং লোক দেখানো নামায বদ আমল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো-জাগ্রত হওয়াও নেকী।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৫৩)

(২) আল্লাহ পাক প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এতটাই দয়ালূ যে, পিতামাতাও তাদের সন্তানের প্রতি এতটা দয়ালূ নন, তিনি তাঁর মাহবুবের প্রতিটি আন্তরিক অবস্থা (প্রতিটি বিষয়) সম্পর্কে সর্বদা খবর রাখেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭৯৮)**

(৩) সালেহীনদের সান্নিধ্যে মসজিদ নির্মাণ করা উত্তম, কারণ সেখানে নামায বেশি কবুল হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৫৬)

(৪) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সালেহীন, গরীব লোকেরা অত্যন্ত প্রিয়, কারণ তাদের অন্তর ভগ্ন এবং মাহবুব হলেন ভগ্ন হৃদয়ের আশা।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০০)

www.dawateislami.net

জেদের চিকিৎসা

(৫) যে দলীল ও বোঝানোর মাধ্যমে মানে না, সে জুতা খেতে চায়। জেদের চিকিৎসা কেবল আল্লাহর আযাব। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৬০)

(৬) গুনাহ ভুলে যাওয়া অভিশপ্তদের পদ্ধতি। গুনাহ মনে রাখা এবং নেকী ভুলে যাওয়া সালেহীনদের পদ্ধতি। নিজের গুনাহ এবং অন্যের নেকী অবশ্যই মনে রেখো। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৬১)

ইলম অন্বেষণ এবং সফর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

(৭) ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা নবীদের সুন্নাত, উস্তাদের কাছে যাওয়া, তাকে (পড়ানোর জন্য) ঘরে না ডাকা সুন্নাত। ইলমের বৃদ্ধি চাওয়া উত্তম, সফরে পাথেয় (অর্থাৎ মালামাল) সাথে রাখা ভালো, সফরে ভালো সঙ্গী থাকা উত্তম। উস্তাদের আদব করা জরুরী, উস্তাদের কথায় আপত্তি না করা উচিত। ইলম শুধু কিতাব থেকে আসে না, উস্তাদের সাহচর্য থেকেও আসে। বুযুর্গদের সাহচর্য পরশপাথরের মতো প্রভাব রাখে। একজন সাধারণ কামারের হাতের স্পর্শে একটি সাধারণ লোহা মূল্যবান যন্ত্রে পরিণত হয়, একজন সাধারণ মানুষ কামিল মানুষের সাহচর্যে মর্যাদাবান হয়ে যায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৬১)

(৮) মোট চারজন বাদশাহ সমগ্র পৃথিবীর মালিক হয়েছিলো। দুইজন মুমিন: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এবং সিকান্দার যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। দুইজন কাফির: বখতে নাসর এবং নমরূদ। যুলকারনাইন এইজন্য বলা হয় যে, তিনি সূর্যের উভয় কিরণ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম ভ্রমণ করেছিলেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৬৪)

www.dawateislami.net

(৯) বদকারের চেয়েও বেশি দুর্ভাগা ঐ নেককার, যে কঠোর পরিশ্রম করে নেকী করে কিন্তু তার কোনো নেকী তার কাজে আসে না। সে ধোঁকায় থাকে যে, আমি নেককার। আল্লাহর পানাহ! (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৬৬)

"সূরা মরিয়ম" থেকে অর্জিত ৯টি সুন্দর বিষয়

(১) দোয়ার সময় নিজের অক্ষমতা ও অপারগতার উল্লেখ করা উত্তম। আল্লাহ পাকের পূর্ববর্তী নেয়ামতগুলো উল্লেখ করাও নবীদের সুন্নাত এবং দোয়া কবুলের মাধ্যম। যেন এই অবস্থায় বান্দা প্রতিপালকের করুণাকে করুণার মাধ্যম বানায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৬৭)

(২) পয়গম্বরের আঁচল, আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয়ের স্থান।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৩)

(৩) পিতার সাথে পুত্রের বড় সদ্ব্যবহার (অর্থাৎ ভালো ব্যবহার) হলো এই যে, সে তাকে চেষ্টার মাধ্যমে বা দোয়ার মাধ্যমে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসা। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৭১)

(৪) আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে দুর্ভাগ্য দূর হয়, সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৭১)

(৫) নামাযে অলসতা সকল গুনাহের মূল। এই অলসতার অনেক রূপ রয়েছে: নামায না পড়া, অসময়ে পড়া, বিনা কারণে জামাআত ছাড়া পড়া, সর্বদা না পড়া, রিয়াকারীর সাথে পড়া ইত্যাদি।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৭২)

(৬) আল্লাহ পাকের শান এই যে, কাফিররাও তাদের কোনো মূর্তির নাম 'আল্লাহ' রাখেনি। যখন নামেও আল্লাহ পাকের কোনো অংশীদার নেই, তখন কাজে কীভাবে অংশীদার হতে পারে? আল্লাহ পাক প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পূর্বে কোনো নবী বা অলীর নাম মুহাম্মদ

www.dawateislami.net

রাখেননি। রাসূলে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর এই পবিত্র নামটিও অদ্বিতীয় ছিল। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৩)

(৭) কিয়ামতের দিন কাফিরদের উপস্থিতি এমন হবে, যেমন অপরাধীর উপস্থিতি শাসকের সামনে হয় আর মুমিনদের উপস্থিতি এমন হবে, যেমন সম্মানিত মেহমানদের উপস্থিতি দয়ালু মেজবানের সামনে হয়। উপস্থিতি একই, কিন্তু ধরন ভিন্ন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৭৪)

(৮) আল্লাহ পাকের জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা এত বড় গুনাহ যে, যদি আল্লাহ পাক তার উপর ক্রোধান্বিত হন, তাহলে আকাশ ফেটে যাবে, পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৪)

(৯) ওলীদের নিদর্শন এই যে, সৃষ্টি তাকে ওলী বলবে এবং তার প্রতি স্বাভাবিকভাবে অন্তর আকৃষ্ট হবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৭৫)

"সূরা ত্বহা" থেকে অর্জিত ৪টি সুন্দর বিষয়

(১) ইশক ও আদবের মধ্যে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখন ইশক প্রাধান্য লাভ করে। কারণ আদবের দাবি হলো যে, কথা সংক্ষিপ্ত করা, কিন্তু ইশকের দাবি হলো যে, মাহবুবের সাথে দীর্ঘ আলাপ করো, যাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথোপকথন বজায় থাকে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৪)

(২) জাদুতে বাস্তবতা পরিবর্তিত হয় না, বরং দর্শকের কল্পনা ও চোখের উপর প্রভাব পড়ে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৭৯)

(৩) দাড়ি এক মুষ্টি হওয়া উচিত, অর্থাৎ চার আঙ্গুল যা ধরা যায়। এটাই নবীদের সুন্নাত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৮২)

(৪) কিয়ামতের দিন কাফিরদের কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকবে: মুখ কালো, চোখ নীল, হাত বাঁধা, আমলনামা বাম হাতে, পক্ষান্তরে মুমিনের

www.dawateislami.net

অবস্থা এর বিপরীত (অর্থাৎ উল্টো) হবে। অতএব কিয়ামতের দিন কাফির ও মুমিনের পরিচয় প্রত্যেকেই পাবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৮৩)

"সূরা আম্বিয়া" থেকে অর্জিত ১৩টি সুন্দর বিষয়

(১) যে প্রকাশ্যে (অর্থাৎ খোলামেলাভাবে) প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নিজের মতো মানুষ বলে, সে কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট, তাছাড়া নবীকে নিজের মতো মানুষ বলা সমস্ত কুফরের মূল, সমস্ত কুফর এর শাখা-প্রশাখা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৮৭)**

(২) দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞতা অপরাধ, তা বুঝা ফরয।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৮৯)

(৩) আল্লাহ পাক ঈমানের ভিত্তিতে গুনাহগার মুমিনের প্রতিও সন্তুষ্ট, কারণ শাফায়াত গুনাহগারদের জন্যও হবে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৮৯)**

(৪) ফেরেশতারা নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও খোদাভীতিতে (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ভয়ে) কাঁপতে থাকে। মনে রাখতে হবে যে, 'খাশিয়াত' মহত্ত্বের ভয়কে বলে এবং 'ইশফাক' আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষীতার ভয়কে বলে। আল্লাহ পাককে ভয় করা ঈমানের স্তম্ভ, যা নবী, ওলী, ফেরেশতা সকলেরই রয়েছে, বরং ঈমান যত শক্তিশালী, ভয় তত বেশি। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৮৯)**

(৫) প্রত্যেক প্রাণী পানি দ্বারা জীবিত অথবা শুক্রাণু থেকে সৃষ্ট। সকলেরই মূল হলো পানি, এমনকি জমিন ও আসমানও পানি দ্বারা সৃষ্টি । আসমান হলো পানির বাষ্প এবং জমিন হলো পানির ফেনা।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯০)

www.dawateislami.net

(৬) সূফীয়ে কেরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন যে, এক মুহূর্তের চিন্তা (আত্মসমালোচনা) হাজার বছরের ঐ যিকিরের চেয়ে উত্তম, যা চিন্তা ছাড়া করা হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯০)

(৭) আশিকের জন্য মৃত্যুর স্বাদ সুস্বাদু এবং উদাসিনদের জন্য অত্যন্ত বিস্বাদ। মৃত্যু ট্রেনের মতো কাউকে মাহবুব পর্যন্ত এবং কাউকে জেল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯০)

(৮) পয়গম্বরের উপর আহকাম শুনিয়ে দেওয়া আবশ্যক, অন্তরে প্রবেশ করানো আবশ্যক নয়, এটা আল্লাহ পাকের কাজ। যে ওয়াজ থেকে উপকার অর্জন করে না, সে বধির, অন্ধ, মৃত, যদিও বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে সকল শক্তি বিদ্যমান থাকে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯১)

(৯) ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর মা মুমিনা ছিলেন। কোনো নবীর মা মুশরিকা ছিলেন না। তাঁর পিতা 'তারিখ' এবং চাচা 'আযর' ছিলেন। আযর সেই দিন ধ্বংস হয়েছিল যেদিন তাঁকে নমরূদের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেই আগুনের একটি শিখা তাকে (অর্থাৎ আযরকে) ধ্বংস করে দিয়েছিল। তিনি তার ধ্বংসের পর কখনো তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেননি এবং নিজের পিতামাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন, যখন তিনি সন্তানসন্ততির পিতা হয়েছিলেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯২)

(১০) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নির্দেশে বাতাস প্রবাহিত হতো। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, সূর্য ফিরে এসেছিল, হুযূর পুরনূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশে বৃষ্টি হয়েছিল ইত্যাদি। এই নির্দেশ আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রদত্ত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯৫)

www.dawateislami.net

(১১) নিজের প্রয়োজন উপস্থাপন করাও দোয়া এবং আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও ছানাও দোয়া। দোয়ায় আল্লাহ পাকের প্রশংসা অবশ্যই করা উচিত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯৫)

(১২) যে মকবুলুদ দোয়া (যার দোয়া কবুল হয়) হতে চায়, সে যেনো এই তিনটি কাজ করে: (১) নেকীর কাজে দেরি না করে, (২) সর্বদা আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে এবং (৩) আল্লাহ পাকের সামনে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯৬)

(১৩) ইয়াজুজ মাজুজ মানুষের দুটি সম্প্রদায়। এরা এত বেশি যে, নয় ভাগ হলো তারা আর দশম ভাগ বাকি সমস্ত মানুষ। যখন তারা বের হবে, তখন সমস্ত নদীর পানি পান করে নিবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৭)

"সূরা হজ্জ" থেকে অর্জিত ১৫টি সুন্দর বিষয়

(১) মায়ের পেট তোমাদের জন্য স্বস্তির আবাস (অর্থাৎ শান্তি লাভের স্থান) ছিল না, অস্থায়ী স্থান ছিলো। এমনই দুনিয়া স্বস্তির আবাস নয়, পালানোর জায়গা। তোমাকে মায়ের পেটে শরীর পূর্ণ করার (অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরীর গঠনের) জন্য রাখা হয়েছিল এবং দুনিয়ায় রূহ পূর্ণ করার জন্য রাখা হয়েছে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯৯)

(২) যৌবন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া থেকে শুরু করে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত, যখন জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৯৯)

(৩) ঈমান জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম এবং আমল সেখানকার নেয়ামত ও মর্যাদার মাধ্যম। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০০)

(৪) জমিন ও আসমানের সমস্ত সৃষ্টি হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দৃষ্টিতে রয়েছে এবং সকলের ইবাদত ও আমল হুযূর দেখছেন। হুযূর পুরনূর

www.dawateislami.net

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) স্বয়ং ইরশাদ করেন যে, আমার নিকট তোমাদের রুকু-সিজদা, তোমাদের বিনয় ও নম্রতা গোপন নয়। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুমিনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০১)

(৫) আগুনের পোশাক, ফুটন্ত পানির গোসল, ফুটন্ত পানি পান করা, লোহার গদা (একটি অস্ত্র যা উপর থেকে গোল ও মোটা এবং নিচ থেকে সরু হয়) দ্বারা প্রহার করা, এগুলো কাফিরদের আযাব। আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে এ থেকে রক্ষা করবেন। কিছু গুনাহগার মুমিন দোযখে তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার হওয়ার জন্য যাবে, যেমন আগুনে ময়লা ও অপরিষ্কার সোনা। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৭)

(৬) আদম عَلَيْهِ السَّلَام প্রথমে কাবা নির্মাণ করেছিলেন, যা নূহের বন্যার সময় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে কাবা পুনঃনির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০২)

(৭) মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সেখানকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, ইবরাহীমী সুন্নাত এবং উচ্চস্তরের ইবাদত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৭)

(৮) নবীর মু'জিযা এটাও যে, তাঁদের আওয়াজ পূর্ব ও পশ্চিমে পৌঁছে যায় এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলে তা শুনতে পায়। এই কারামত কিছু ওলী থেকেও প্রকাশ পায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৭)

(৯) হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সর্বদা মদীনা পাকে কুরবানী করতেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০৩)

(১০) ইসলামের আগেও অন্যান্য উম্মতের উপর কুরবানী ছিল, এটি অনেক পুরনো ইবাদত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮০৮)

www.dawateislami.net

(১১) কুরবানীর গরু, উট সাজানো, সেগুলোকে ঘোরানো, সবই জায়িয, কারণ এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০৪)

কুরবানীর আদব

(১২) আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঈমানের মূল। কুরবানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো, একে খুব মোটাতাজা করা, আনন্দের সাথে জবাই করা, বিনা প্রয়োজনে এর উপর আরোহন না করা, এর দুধ পান না করা, জবাই করার পর এর মাংস তাবাররুক হিসেবে খাওয়া। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০৪)

(১৩) আল্লাহর আউলিয়ার আস্তানায় হাজিরা দেওয়া উচিত, যাতে সেখানকার জৌলুস দেখে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ভয় সৃষ্টি করার জন্য কাফিরদের আযাবের জায়গায় যাও। আশা অর্জনের জন্য সালেহীনদের কবরে যাও, যেখানে রহমত বর্ষিত হচ্ছে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০৫)

(১৪) কাফিরদের নিকট দৃষ্টিশক্তি তো আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নেই। দৃষ্টিশক্তি মস্তিষ্কের চোখে এবং অন্তর্দৃষ্টি অন্তরের চোখে থাকে। হেদায়েতের ভিত্তি অন্তর্দৃষ্টির উপর। অন্তর্দৃষ্টির সুরমা আল্লাহর যিকির।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০৬)

(১৫) চেহারা হলো অন্তরের আয়না। অন্তরের প্রভাব চেহারায় প্রকাশ পায়। মুমিনের পরিচয় হলো যে, তার চেহারায় আল্লাহ পাকের প্রশংসা, হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাত শরীফ শুনে খুশির প্রভাব প্রকাশ পায়, কাফিরদের মুখ বিকৃত হয়ে যায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪০৯)

www.dawateislami.net

"সূরা মু'মিনূন" থেকে অর্জিত ১১টি সুন্দর বিষয়

(১) আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আমানত, এগুলো দ্বারা গুনাহ করা আমানতের খেয়ানত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১১)

(২) নামাযের হেফাযতের তিনটি অবস্থা রয়েছে: সর্বদা পড়া, সঠিক সময়ে পড়া, সঠিক পদ্ধতিতে ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব সহকারে পড়া। নামায পড়া পূর্ণতা নয়, বরং নামায কায়েম করা এবং তার হেফাজত করা হলো পূর্ণতা। সূফীদের মতে নামাযের হেফাজত হলো যে, এমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যা দ্বারা নেকী নষ্ট হয়ে যায়। সম্পদ উপার্জন করাও ভালো, তা উপার্জন করে তা সংরক্ষণ করা খুব ভালো। আল্লাহ তৌফিক দিন যেন মৃত্যু পর্যন্ত নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি পালন করতে পারি। কল্যাণের সাথে এই সম্পদ গন্তব্যে পৌঁছাক।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১১)

(৩) উত্তরাধিকার মালিকানার সর্বোচ্চ মাধ্যম, যা না জয় করা যায়, না বাতিল করা যায়, না ভেঙে ফেলা যায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১১)

(৪) কুফরের কারণে বুদ্ধিও লোপ পায়। কারণ মুশরিকরা গাছ, পাথর ইত্যাদিকে খোদা মেনে নিত, কিন্তু মানুষকে নবী মানতে দ্বিধা (অর্থাৎ বাহানা) করত। তারা মনে করত যে, নবুয়তের বোঝা মানুষের মতো দুর্বল সৃষ্টি বহন করতে পারে না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১৩)

(৫) যদি গুনাহ করা সত্ত্বেও দুনিয়াবী নেয়ামত পাওয়া যায়, তাহলে তা আল্লাহর আযাব। যেমন নেকী করা সত্ত্বেও কখনো দুনিয়াবী কষ্ট আসা আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত। আম্বিয়ায়ে কেরাম বা আল্লাহর আউলিয়ার উপর বিপদাপদ আসতেই থাকে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১৫)

www.dawateislami.net

(৬) হালাল ও পবিত্র খাদ্য অর্জন করা বড় ইবাদত, এর দ্বারা ইবাদতে স্বাদ আসে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১৫)

(৭) তাকওয়ার অর্থ এই নয় যে, ভালো সুস্বাদু খাবার ছেড়ে দেওয়া, বরং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকাই হলো তাকওয়া।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১৫)

(৮) মুমিনের মর্যাদা যত উঁচু হয়, ভয় তত বেশি হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১৫)

(৯) কিয়ামতের ভয় মানুষকে নেককার বানায়। কিয়ামতের প্রতি নির্ভয় থাকা সকল গুনাহের মূল। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১৭)

(১০) কাফিররাও বুঝত যে, হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দোয়া বিপদ দূরকারী (অর্থাৎ মুসিবত দূর করে)। যে ব্যক্তি ইসলামের দাবি করে হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবার থেকে পালিয়ে যায়, সে ঐ কাফিরদের চেয়েও বেশি বোকা। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪১৭)

(১১) যদিও জগতের প্রতিটি কণার প্রতিপালক আল্লাহ পাক, কিন্তু আদব এই যে, তাঁর রবুবিয়্যাত, তাঁর সর্বোচ্চ সৃষ্টির প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা। তাঁকে কাফিরদের প্রতিপালক বলে ডেকো না! তাঁকে হুযূর মুহাম্মদে মুস্তাফা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতিপালক বলে ডাকো!

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২০)

"সূরা নূর" থেকে অর্জিত ১৩টি সুন্দর বিষয়

(১) হযরত আয়েশা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) বলেন: হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন যে, তোমাদের নারীদেরকে উপরের তলায় পর্দাহীনভাবে বসাইও না। তাদেরকে সুতা কাটা এবং সূরা নূর শিক্ষা দাও। হযরত উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুফাবাসীদেরকে লিখেছিলেন যে, তোমাদের নারীদেরকে সূরা নূর শেখাও। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২০ সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) বিবি মরিয়ম (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا) থেকে উত্তম। কারণ বিবি মরিয়মের সাক্ষ্য ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام দিয়েছিলেন এবং জনাবা আয়েশা সিদ্দীকা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) এর পবিত্রতার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২৪ সংকলিত)

(৩) মুসলমানের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা কারো জন্য জায়িয নয় এবং হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর ঘরে বিনা অনুমতিতে উপস্থিত হওয়া ফেরেশতাদের জন্যও জায়িয নয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২৪)

(৪) যে দুনিয়ার কাজকর্মে আটকে আছে, তার ইবাদত আল্লাহ পাকের নিকট খুবই প্রিয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২৭)

(৫) প্রত্যেক প্রাণীর তাসবীহ আলাদা, যা সে স্বাভাবিকভাবেই জানে। যেমন প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্য আলাদা, যা সে স্বাভাবিকভাবেই জানে যে, কুকুর ঘাস খায় না, ছাগল মাংস খায় না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১১)

(৬) যতদূর পর্যন্ত সুলতানের সম্রাজ্য হয়ে থাকে, ততদূর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব। হুযূর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহর সম্রাজ্যের যেন প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং যার প্রতিপালক আল্লাহ, তার নবী হলেন হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)। এইজন্য আল্লাহ পাকের গুণ হলো রাব্বুল আলামীন (সমস্ত জগতের পালনকর্তা), হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর গুণ হলো রহমাতুল্লিল আলামীন (সমস্ত জগতের জন্য রহমত)।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১১)

(৭) আইন এক জিনিস, কুদরত (ক্ষমতা) অন্য জিনিস। আইনের অধীন হলাম আমরা, আল্লাহ পাক নন। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া আইন এবং ইবরাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام কে না জ্বালানো হলো আল্লাহ পাকের কুদরত। এমনই সকলের শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি হওয়া আইন এবং কারো কারো

www.dawateislami.net

শুক্রাণু ছাড়াই সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ পাকের কুদরত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২৮)

(৮) জিনদের চারটি হাত-পা রয়েছে, কিন্তু তারা মানুষের মতো দুই পায়ে চলে এবং সন্তান জন্ম দেয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২৮)

(৯) আল্লাহ ও রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য করো, তাঁদের প্রত্যেকটি নির্দেশ মান্য করো। হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলেন মুতায়ে মুতলাক (অর্থাৎ) তাঁর প্রত্যেকটি নির্দেশ সর্বাবস্থায় মানা জরুরী। তিনি ছাড়া অন্য কোনো বান্দার আনুগত্য সর্বাবস্থায় (সব অবস্থায়) অপরিহার্য নয়, বরং জায়িয নির্দেশ মান্য করার উপযুক্ত। নাজায়িয নির্দেশ মান্য করার উপযুক্ত নয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে, আনুগত্য আল্লাহ পাকেরও হবে, রাসূলুল্লাহরও হবে এবং শাসক ও আলেমেরও হবে, কিন্তু অনুসরণ কেবল হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এরই হবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২৯)

(১০) সিদ্দীকী খিলাফত দুই বছর তিন মাস, ফারুকী খিলাফত দশ বছর ছয় মাস এবং উসমানী খিলাফত বারো বছর, হায়দারী খিলাফত চার বছর নয় মাস, ইমাম হাসানের খিলাফত ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪২৯)

(১১) নিজের ঘরে যুবতী কন্যা, মা ইত্যাদি থাকলে, তবে জানান দিয়ে প্রবেশ করুন। হ্যাঁ যদি শুধু স্ত্রী থাকে, তবে বিনা অনুমতিতেও প্রবেশ করা যাবে, কারণ স্ত্রীর সাথে কোনো হিজাব (অর্থাৎ পর্দা) নেই।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩০)

(১২) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব স্বয়ং আল্লাহ পাক শিখিয়েছেন, বরং তিনি আদবের আইন তৈরি করেছেন এবং এই আদব চিরকালের জন্য। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১১)

www.dawateislami.net

(১৩) হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শাফায়াত সত্য, কারণ আল্লাহ পাক হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- কে শাফায়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শাফায়াত মুমিনদের জন্য, কাফিররা তা থেকে বঞ্চিত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩২)

"সূরা ফুরকান" থেকে অর্জিত ১১টি সুন্দর বিষয়

(১) কুরআনে অদৃশ্যের সংবাদ থাকা, এর হক্কানিয়্যতের (অর্থাৎ সত্যতার) দলিল। এমনই হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অদৃশ্যের জ্ঞানে অবহিত হওয়া এবং অবহিত করা (অর্থাৎ গোপন বিষয় আল্লাহ পাকের দানক্রমে জেনে নেওয়া ও জানানো) হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নবুয়তের দলিল। যে হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ইলমে গায়েব অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নবুয়তের অস্বীকারকারী। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৩)

(২) কাফিরদের মূর্খতা (অর্থাৎ বোকামি) তো দেখো যে, পাথর, কাঠকে খোদা মেনে নেয়, কিন্তু নবুয়ত মানার জন্য অজুহাত বানায় এবং নবীর মধ্যে খোদায়ী গুণ দেখতে চাইত যে, নবী যেন না খায়, না পান করে, না বাজারে যায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৩)

(৩) মসজিদে সেই আসতে পারে, যে পবিত্র। এমনই আল্লাহ পাকের দরবার পর্যন্ত সেই পৌঁছতে পারে, যার অন্তর পবিত্র। শরীরের পবিত্রতার জন্য কুপ ইত্যাদির পানি রয়েছে এবং অন্তরের পবিত্রতার জন্য মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর ভালোবাসার পানি প্রয়োজন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১২)

www.dawateislami.net

(৪) দোযখের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়, দেখা-শোনা সবকিছুই আছে। সে মুমিন ও কাফিরকে চিনতে পারে, এইজন্য কাফিরদের দেখে রাগ ও ক্রোধ করবে এবং মুসলমানদের দেখে তাদের উপর শীতল (অর্থাৎ ঠাণ্ডা) হয়ে যাবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৪)

(৫) গুনাহগার মুমিনকে দোযখ থেকে পোড়া কয়লার মতো বের করা হবে, অতঃপর জান্নাতের পানি দ্বারা তারা এমনভাবে গজাবে যেমন ক্ষেতে সবুজ ঘাস। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৪)

(৬) আমাদের ইবাদত এবং নবীর ইবাদতের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। জাহাজের যাত্রী পাড় হওয়ার জন্য জাহাজে বসে এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন পাড় করার জন্য। এইজন্য যাত্রীরা ভাড়া দিয়ে এবং ক্যাপ্টেন বেতন নিয়ে আরোহন করে। ইসলামের নৌকায় নবী ও উম্মতী সবাই আরোহী, কিন্তু আমরা পাড় হওয়ার জন্য, নবী পাড় করানোর জন্য। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৪)

(৭) ওয়াসিলা অস্বীকার করা কাফিরদের রীতি (অর্থাৎ পদ্ধতি)। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৫)

(৮) যে বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের পরিচয় হয় না, সেটা নির্বুদ্ধিতা। তাঁদের পরিচয় কেবল বুদ্ধি দ্বারা হয় না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহে হয়। দেখো হুযূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে পাথর, শুকনো কাঠ চিনে নিয়েছে আর মানলো না তো আবু জাহল মানলো না। এই লোকেরা পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট এইজন্য হয়েছে যে, পশুরা আল্লাহর তাসবীহ করে, খাদ্য প্রদানকারী মালিককে চিনে ও আনুগত্য করে, লাভ ক্ষতির জিনিস চেনে-জানে, নিজের ঘর চেনে, কিন্তু কাফিররা এসব কিছুই জানে না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

www.dawateislami.net

(৯) পিতার শুক্রাণু থেকে হাড় এবং মায়ের ডিম্বাণু থেকে মাংস তৈরি হয়। এইজন্য বংশ পিতার দিক থেকে হয়, মায়ের দিক থেকে নয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৩৮)

(১০) কুরআনের আহকাম জ্ঞান দ্বারা বা তাকলীদ (অনুসরণ) দ্বারা বুঝো এবং কুরআনের ধারক প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীতে জ্ঞানকে ত্যাগ করো। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪০)**

(১১) দ্বীনি নেতৃত্ব (অর্থাৎ পদ) চাওয়া পছন্দনীয়। দুনিয়াবী নেতৃত্বও প্রয়োজনের সময় চাওয়া জায়িয, যদি তা নফসের জন্য না হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪০)

"তাফসীরে নূরুল ইরফান" এর মাদানী ফুলগুলোর উপর কাজের পদ্ধতি

"তাফসীরে নূরুল ইরফান" থেকে মাদানী ফুলের পুস্তিকা প্রস্তুত করার জন্য নঈমী কুতুবখানার মুদ্রিত সংস্করণ, নম্বর (N163) এর উপর কাজ করা হয়েছে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম ও উপাধি শরীফের সাথে দরুদে পাক, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাথে সালাম, সাহাবায়ে কেরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এবং আউলিয়ায়ে কেরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) উল্লেখের সময় 'তারাদ্বী' ও 'তারহীম' (অর্থাৎ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) যোগ করা হয়েছে। প্রতিটি মাদানী ফুলের পর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। কঠিন শব্দের অর্থ বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু জায়গায় কঠিন শব্দের উচ্চারণ ও এরাব (স্বরচিহ্ন) যোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরনো কিছু শব্দ বা বাক্যকে প্রচলিত (অর্থাৎ আজকাল ব্যবহৃত) হিসাবে কিছুটা সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু

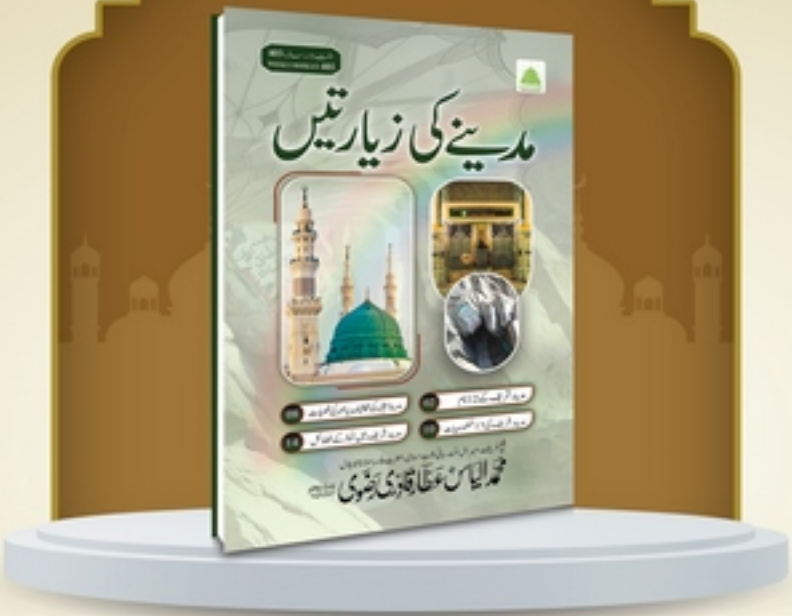
www.dawateislami.net

জায়গায় কঠিন মাদানী ফুলগুলোর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, কিছু জায়গায় উক্তিগুলোর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, যাতে পাঠকদের জন্য উক্তিগুলোর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক জায়গায় তাফসীরী পয়েন্ট বর্ণনা করার সময় প্রসঙ্গক্রমে হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করেছেন। পাঠকদের আগ্রহের জন্য ঐ হাদীসে মুবারাকার উৎসও নির্ণয় করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠকদেরকে নেকীর প্রতি উৎসাহিত করা ইত্যাদি বিষয়ে "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ" এর পক্ষ থেকে কিছু উপকারী তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শুধু এমন পয়েন্ট (মাদানী ফুল) গুলোকে রাখা হয়েছে, যা স্বতন্ত্রভাবে একটি উক্তি। এমন উক্তি, যা বোঝার জন্য আয়াতে মুবারাকার প্রয়োজন হয়, তা পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net